بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

তাওহীদেও সঠিক জ্ঞান অর্জন ও সকল ক্ষেত্রে তাওহীদ প্রয়োগ

শাঈখুল হাদীস মুফতি মুহাম্মাদ জসিমুদ্দীন রাহমানী
শাঈখুল হাদীস, জামিআ' ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।
খতিব-হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

সীট নং-০৮

তারিখঃ ১৭-০৪-২০০৯
সময়ঃ বাদ জুমুআ।
স্থানঃ হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

তাওয়াগিতদের কর্তৃত্ব, বিচার ও আইন মান্য করলে কোন ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়;

আল্লাহ (সুবাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত আইনেই রয়েছে মানব জীবনের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ

মানব জীবনের এমন কিছু বিষয় আছে যার উপর মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি ও কল্যাণ নির্ভর করে। যদি ঐগুলো ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত সবই ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। সেগুলো হচ্ছে:-

ক. দ্বীন বা ধর্ম হিফাযত করা। খ. জান হিফাযত করা (জানের নিরাপত্ত) গ. বিবেক-বুদ্ধি হিফাযত করা।

ঘ. বংশ হিফাযত করা। ঙ. মান-মর্যাদা হিফাযত করা। চ. মাল হিফাযত করা। (মালের নিরাপত্তা)

এ বিষয়গুলো হিফাযত করার প্রতি আল্লাহ (সুবঃ) বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এমনকি এগুলোতে ধ্বংস আসা কিয়ামতের লক্ষণ বলা হয়েছে। হাদীস দুটি নিম্মে প্রদত্ত হল:-

১। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, কিয়ামতের কিছু আলামত (নিদর্শন) হলোঃ "ইল্ম হ্রাস পাবে, অজ্ঞতা প্রসার লাভ করবে, মদপানের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং যিনা (ব্যভিচার) বিস্তার লাভ করবে। (বুখারী-৮০)

২। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমার পর তোমাদের নিকট আর কেউ বর্ণনা করবে না। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের কিছু আলামত (নিদর্শন) হলোঃ ইল্ম হ্রাস পাবে, অজ্ঞতার প্রসার ঘটবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, এমনকি প্রতি পঞ্চাশ জন স্ত্রীলোকের জন্য মাত্র একজন পুরুষ হবে পরিচালক। (বুখারী-৮১)

এ হাদীসদ্বয়ে ইল্ম উঠে যাওয়া দ্বারা দ্বীন ধ্বংস হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে। মদ পান বৃদ্ধি দ্বারা বিবেক-বুদ্ধির ধ্বংস হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। যিনা (ব্যভিচার) দ্বারা বংশ পরিচয় ধ্বংস হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। আর স্ত্রীলোকের সংখ্যা ব্যাপক হাওে বৃদ্ধি পাওয়া ও পুরুষের কমে যাওয়ার দ্বারা জান-মালের নিরাপত্তা ধ্বংস হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। কারণ স্ত্রীলোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ব্যাপক যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, খুনাখুনির কারণে, পুরুষরা মারা যাওয়ার কারণে। আর এভাবেই ফিৎনা-ফাসাদ দ্বারা মানুষের জান ও মালের নিরাপত্তা ধ্বংস হয়ে যাবে।

এজন্যই আল্লাহ (সুবঃ) উপরোক্ত মৌলিক অধিকার গুলো হিফাযত করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন দিয়েছেন।

১। দ্বীন হিফাযত করার জন্য ইসলামের নির্দেশ সমূহঃ

ক. ইল্‌মে দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ফরয করা হয়েছে।

খ. সাধারণকে উলামায়ে হক্কদেও সাথে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে।

গ. খলিফা নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক করা এবং খলিফাতুল মুসলিমিনের প্রথম কাজ দ্বীন হিফাযত করা।

ঘ. ইসলামের দাওয়াহকে ফরয করা হয়েছে।

ঙ. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করাকে ফরয করা হয়েছে।

চ. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ/যুদ্ধ করাকে ফরয করা হয়েছে।

ছ. মুরতাদ বা দ্বীন ত্যাগকারীকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সহীহ বুখারীতে বলা হয়েছে "যে ব্যক্তি দ্বীন বদলালো, তাকে হত্যা কর।"

জ. "আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ"এর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাতে কাফির, মুনাফিক, বিদআতিরা মুমিনদের সাথে মিশে দ্বীনকে ধ্বংস করতে না পারে।

ঝ. পাপীদের জন্য মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা রাখা হয়েছে।

২। **জান হিফাযত করার জন্য ইসলামের নির্দেশ সমূহঃ**

ক. সেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে হত্যার বিনিময়ে হত্যা বা কিসাসের বিধান জারী করা। কুরআনের দলীলঃ

অর্থঃ হে বিবেকবান লোকেরা, (আল্লাহর নির্ধারিত) এই 'কিসাস'-এর মাঝেই (সত্যিকার অর্থে) তোমাদের (সমাজ ও জাতির) 'জীবন' (নিহিত) রয়েছে, আশা করা যায় (অতপর) তোমরা সতর্ক হয়ে চলবে। (সুরা বাকারা- ২ঃ১৭৯)

খ. ভুলে হত্যা করলে বা কোন অঙ্গহানি করলে তার জন্য "দিয়াত"-এর বিধান।

গ. জানের উপর হামলাকারীকে প্রতিহত করার বিধান।

ঘ. রোগ হলে চিকিৎসা বৈধ করা হয়েছে।

ঙ.মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর সকল বস্তু হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

চ.আত্মহত্যা করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

৩। আক্বল-জ্ঞান বা বিবেক-বুদ্ধি হিফাযত করার জন্য ইসলামের বিধান সমূহঃ

ক. মদপান করা ও সকল নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম করা হয়েছে।

খ. মদপানকারীর জন্য হুদ বা নির্ধারিত শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

গ. মদপান করা বা নেশার মূলোৎপাটন করার উদ্দেশ্যে মদের ব্যবসা করা, বহন করা, তৈরি করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

৪। বংশ হিফাযত করার জন্য ইসলামের বিধান সমূহঃ

ক. যিনা বা ব্যভিচারে উৎসাহ প্রদানকারী সকল কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, এজন্য বিবাহে উৎসাহ প্রদান করা, দাসীদের বিয়ে করার বিধান দেয়া হয়েছে। মহিলাদের পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে, মহিলাদের আকর্ষণীয় কণ্ঠে পর পুরুষের সাথে কথা বলা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, চক্ষু নিচু রাখতে বলা হয়েছে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতির বিধান দেয়া হয়েছে, বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে বা একান্তে সাক্ষাত করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বৈবাহিক জীবনে ক্ষতির আশংকা করলে 'তালাক' ও 'খোলা' করার বিধান রাখা হয়েছে। ইত্যাদি।

গ. তালাক, খোলা বা স্বামীর মৃত্যুও কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সেক্ষেত্রে 'ইদ্দত' পালন করার বিধান বংশ হিফাযত করার জন্যই রাখা হয়েছে।

৫। মান-মর্যাদা হিফাযত করার জন্য ইসলামের বিধান সমূহঃ

ক. কেউ কারো উপর যিনা বা ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে চারজন সাক্ষী হাযির করতে না পারলে 'হদ্দে ক্বাজাফ' অপবাদের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

খ. 'গীবত" বা অন্যেও দোষ চর্চা করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

গ. তানাবুজ বিল আলক্বাব বা খারাপ নামে কাউকে ডাকা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

ঘ. সন্দেহ, সংশয়যুক্ত জিনিস বর্জন করে সন্দেহ মুক্ত জিনিস গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬। মাল হিফাযত করার জন্য ইসলামের বিধান সমূহঃ

ক. চুরি করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং চোরের জন্য 'হদ্দ' হাত কাটার বিধান জারী করা হয়েছে।

খ. সুদ হারাম করা এবং সুদের সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

গ. বেচা-কেনা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধোঁকা দেয়া হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

ঘ. ছিনতাই, রাহাজানী, ডাকাতি হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

ঙ. ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনের বিধান জারী করা এবং সীমালঙ্গণ না করা।

জ. যাকাত ফরয করা হয়েছে। দান-সাদাকার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। গরীব আত্মীয়-স্বজনদের উপর মাল ব্যয় করার নির্দেশ জারী করা হয়েছে। যাতে চুরি করতে বাধ্য না হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হল দ্বীন ও দুনিয়ার বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে এমন সব অপরাধের জন্য ইসলামী শরীআত নির্ধারিত 'হদ' বা শাস্তি নাযিল করা হয়েছে এবং তা কোন মুজতাহিদ বা মুফতির ইজতিহাদের অপেক্ষায় রাখা হয়নি। বরং আল্লাহ (সুবঃ) নিজেই কুরআনে তার বিধান অবতীর্ন করেছেন।

মূল কথাঃ

- দ্বীন হিফাযত করার জন্য মুরতাদের শাস্তি "হাদ্দুর রিদ্দাহ"।
- জান হিফাযত করার জন্য কিসাসের বিধান "হাদ্দুল কিসাস"।
- বিবেক-বুদ্ধির হিফাযত করার জন্য মাদক এর শাস্তি "হাদ্দুর খাম্‌র"।
- বংশ হিফাযত করার জন্য যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি "হাদ্দুজ যিনা"।
- মান-মর্যাদা হিফাযত করার জন্য অপবাদেও শাস্তি "হাদ্দুল কাযাফ"।
- মাল হিফাযত করার জন্য চুরির শাস্তি "হাদ্দুস সারাক্বা"। ইত্যাদি আল্লাহ (সুবঃ) নিজেই নাযিল করেছেন।

সুতরাং কেউ যদি আল্লাহর এ সকল আইনকে অমান্য করে বা এ যুগে এ আইন চলেনা, চললেও তার চেয়ে মানব রচিত আইন ভাল এ জাতীয় আকিদা পোষণ করে সে ব্যক্তি মুসলিম থাকেনা বরং সে ব্যক্তি কাফির ও মুরতাদ হয়ে যায়। কোন মুসলিম এই মানব রচিত আইন মানতে পারেনা।

***** চলবে *****